আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একত্ববাদ

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একত্ববাদ

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একত্ববাদ

প্রথম সংস্করণ। নভেম্বর 09, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিচের ছোট বইটিতে মহান আল্লাহর একত্ববাদের কিছু দিক আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 116-117 এর উপর ভিত্তি করে:

"তারা বলে, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।" তিনি মহান! বরং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। সকলেই তাঁর অনুগত। নভোমন্ডল ও পৃথিবীর প্রবর্তক। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন শুধু বলেন, "হও" এবং তা হয়ে যায়।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মন ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একত্ববাদ

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 116-117

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًۭا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ بَل لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّۭ لَّهُۥ قَـٰنِتُونَ ﴿١١٦﴾

بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًۭا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن
فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

"তারা বলে, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।" তিনি মহান! বরং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। সকলেই তাঁর অনুগত।

নভোমন্ডল ও পৃথিবীর প্রবর্তক। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন শুধু বলেন, "হও" এবং তা হয়ে যায়।

"তারা বলে, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।" তিনি মহান! বরং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। সকলেই তাঁর অনুগত। নভোমন্ডল ও পৃথিবীর প্রবর্তক। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন শুধু বলেন, "হও" এবং তা হয়ে যায়।

আল্লাহ, মহান, তারপর খ্রিস্টান এবং কিছু ইহুদিদের ধর্মের সমালোচনা করেন যারা দাবি করেছিল যে আল্লাহ, মহান, তার একটি জৈবিক পুত্র ছিল বা একজন মানুষকে তার পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 116:

"তারা বলে, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।" তিনি মহান!..."

এবং তওবাহে অধ্যায় 9, আয়াত 30:

“ইহুদীরা বলে, “এজরা আল্লাহর পুত্র”; আর খৃষ্টানরা বলে, "মসীহ আল্লাহর পুত্র।" এটা তাদের মুখের বক্তব্য; তারা তাদের পূর্বে যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের কথাই অনুকরণ করে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন; তারা কিভাবে বিভ্রান্ত হয়?"

এই আয়াত দ্বারা নির্দেশিত, তাদের পুরো বিশ্বাস তাদের বড়দের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন মানুষকে অবশ্যই গবাদি পশুর মতো আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যারা একে অপরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে, কারণ এটি পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় বিষয়েই বিপথগামী হয়। একজন ব্যক্তিকে

অবশ্যই তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করতে হবে, দরকারী জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হবে এবং তারপরে এটি কাজ করতে হবে, এমনকি যদি এটি তাদের প্রবীণদের আচরণ এবং মনোভাবের বিপরীত হয়। ইসলাম স্পষ্ট করে বলেছে যে মুসলমানদের অবশ্যই তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ও কর্মকে শক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে। এটি ইসলাম এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম এবং জীবন পদ্ধতির মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য। ইসলাম মানুষকে তাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করতে এবং অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ না করে শক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেয়। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টি সহকারে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই.."

এবং অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 46:

" বলুন, "আমি তোমাকে শুধু একটি [বিষয়] উপদেশ দিচ্ছি - তুমি আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং পৃথকভাবে [সত্যের সন্ধানে] দাঁড়াও, তারপর চিন্তা করো।"..."

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিস্তারের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তাঁর অলৌকিক জন্ম, তিনি যে সমস্ত অলৌকিক কাজগুলি করেছিলেন এবং জীবিত অবস্থায় তাঁর স্বর্গে আরোহণ। পবিত্র কুরআন হযরত ঈসা (আঃ)-এর অলৌকিক জন্মের বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং তাঁর পিতৃহীন জন্মকে মহান

আল্লাহর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 47:

"তিনি [মারিয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] বললেন, "হে আমার প্রভু, আমার সন্তান হবে কিভাবে যখন কেউ আমাকে স্পর্শ করেনি?" [ফেরেশতা] বললেন, "তিনিই আল্লাহ, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন, তখন তিনি তাকে বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।"

মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আঃ)-কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন, যেভাবে তিনি হযরত আদম (আঃ)-কে পিতা বা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তবতার মানে এই নয় যে তারা ঐশ্বরিক। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 59:

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি তাকে বললেন, "হও" এবং সে হল।

এটা আশ্চর্যের বিষয় যে খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) হলেন মহান আল্লাহর পুত্র, কারণ তিনি পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা হযরত আদম (আঃ)-কে মহান আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে না, যদিও তিনি পিতা বা মাতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মানসিকতা অনুসারে হযরত ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে মহানবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে মহান আল্লাহর পুত্র বলে অভিহিত করার অধিকার বেশি, তবুও তারা এ দাবি করে না। হযরত আদম (আঃ) এর ক্ষেত্রে তারা যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করলেও হযরত ঈসা (আঃ) এর ক্ষেত্রে যুক্তি বা সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করেন না তা অদ্ভুত।

মহানবী ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক ঘটনা পবিত্র কুরআন দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট করে যে, মহানবী ঈসা (আঃ) মহান আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি ও আদেশে এই সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) যদি ঐশ্বরিক হতেন, তাহলে তাঁর মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা অনুমতির প্রয়োজন হতো না। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 49:

“এবং [হযরত ঈসা (আঃ)-কে] বনী ইসরাঈলের জন্য একজন রসূল বানাও, [যিনি বলবেন], 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে তৈরি করেছি। যা] পাখির মত, তারপর আমি তাতে শ্বাস নিই এবং আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যায়। আর আমি অন্ধকে [জন্ম থেকে] এবং কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করি এবং মৃতকে জীবিত করি - আল্লাহর হুকুমে। এবং আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আপনি কী খান এবং আপনি আপনার বাড়িতে কী সংরক্ষণ করেন...”

জীবিত অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর আসমানে আরোহণ আরও ইঙ্গিত করে যে মহান আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতাকে, যেভাবে তিনি হযরত ঈসা (আঃ)-কে এই সফরে নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) যদি ঐশ্বরিক হতেন তবে তিনি নিজের সহজাত শক্তি দিয়ে এ যাত্রা করতে পারতেন। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 55:

"[উল্লেখ করুন] যখন আল্লাহ বললেন, "হে ঈসা, আমি তোমাকে নিয়ে যাব এবং তোমাকে আমার কাছে উঠাব এবং কাফেরদের থেকে তোমাকে মুক্ত করব..."

পবিত্র কুরআন খ্রিস্টানদের বলে যে তাদের বিশ্বাসের বিপরীতে হযরত ঈসা (আঃ) কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি। ক্রুশের উপর যাঁর ছবি দেখা গিয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ) নন, বরং তাঁকে তাঁর মতো করে তৈরি করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ এই সময়ের মধ্যেই হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানের দিকে উঠিয়েছেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 156-158:

"এবং তাদের অবিশ্বাস এবং মরিয়মের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্যের জন্য একটি বড় অপবাদ। এবং তাদের এই কথার জন্য যে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি।" এবং তারা তাকে হত্যা করেনি বা ক্রুশে চড়াওনি; কিন্তু [অন্যকে] তাদের সাথে তার সাদৃশ্য করা হয়েছিল... বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) এর ভুল খ্রিস্টান বিশ্বাস, ক্রুশবিদ্ধ হওয়া অর্থ, নিহত হওয়া, নিজের মধ্যেই অদ্ভুত কারণ একজন সত্যিকারের ঐশ্বরিক সত্তা মৃত্যুর অভিজ্ঞতার অনেক ঊর্ধ্বে। যদি একটি সত্তা মারা যেতে পারে, তবে তা ঐশ্বরিক হতে পারে না। সুতরাং বাস্তবে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাস তাঁর দেবত্ব সম্পর্কে তাদের ভুল বিশ্বাসকে অস্বীকার করে।

স্বভাবগতভাবে একটি ঐশ্বরিক সত্তা হল এমন কিছু যা স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ, তাদের টিকিয়ে রাখার জন্য অন্য কারো প্রয়োজন নেই। যদি একটি সত্তা অন্যের দ্বারা টিকিয়ে রাখে তবে তারা ঐশ্বরিক হতে পারে না। মহানবী ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মা মরিয়ম (আঃ) উভয়েই স্বর্গীয় জীব ছিলেন না কারণ তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুষ্টির প্রয়োজন ছিল, অর্থাত্ তারা স্বনির্ভর সত্তা ছিলেন না। অধ্যায়

5 আল মায়িদাহ, আয়াত 75:

“মসীহ, মরিয়ম পুত্র, একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না; [অন্য] রসূল তার পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর তার মা ছিলেন সত্যের সমর্থক। তারা দুজনেই খাবার খেতেন। দেখো, আমি তাদের কাছে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তারপর দেখুন তারা কিভাবে প্রতারিত হয়।"

উপরন্তু, কেউ দাবি করতে পারে না যে ফেরেশতারা খায় না বলে তারা ঈশ্বর হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বাস্তবে, তারাও মহান আল্লাহ তায়ালা ভিন্নভাবে টিকিয়ে রেখেছেন তাই তারাও স্বাবলম্বী নয়। তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাকি সৃষ্টির মতোই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করবে, এটাই দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

একটি জৈবিক শিশু সবসময় তাদের পিতামাতার সাথে কিছু বৈশিষ্ট্য শেয়ার করবে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে তিনি মহান আল্লাহর সাথে কোন গুণের ভাগী নন। আসলে, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মানুষের সাথে ভাগ করা হয়। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে খাদ্য ও পানি দ্বারা টিকিয়ে রাখা হয়েছে, তিনি মারা যাবেন এবং পুনরুত্থিত হবেন, অন্য সব মানুষের মতোই। দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য তার বৈশিষ্ট্যই যথেষ্ট।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানরা পবিত্র নবী ঈসা (আঃ)-এর ধারণার প্রবর্তন করেছিল, তাদের বিশ্বাসের মধ্যে ঐশ্বরিক হওয়ার ধারণা, যা তারা তাদের পূর্বের বিশ্বাস, পৌত্তলিকতা থেকে বহন করেছিল। তারা একজন মহান ও আশীর্বাদপুষ্ট মহানবী (সা.)-কে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে জিউস, হারকিউলিস এবং ওডেনের

মতো কল্পকাহিনী ও মিথ দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র একটি সামান্য বিট সাধারণ জ্ঞান প্রয়োজন যে একটি সত্তা যা অন্য কারো দ্বারা সৃষ্ট, টিকিয়ে রাখা হয়েছে এবং মরতে পারে সে কখনই ঐশ্বরিক হতে পারে না, কারণ এই জিনিসগুলি ঐশ্বরিক সত্তার গুণের বিরোধিতা করে।

আলোচ্য প্রধান আয়াত দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, মহান আল্লাহ, সন্তান গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি একাই সমগ্র সৃষ্টির মালিক, এমন কিছু যা অন্যের উপর হস্তান্তর করা হবে না। একটি সৃষ্ট সত্তা একটি সন্তানের কামনা করে যাতে তারা তাদের সাহায্য ও সমর্থন করে, বিশেষ করে দুর্বলতার সময়, এবং শেষ পর্যন্ত যখন তারা মারা যায় তখন তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। সন্তান গ্রহণের জন্য এই বা অন্যান্য সম্ভাব্য কারণগুলির কোনটিই মহান আল্লাহর কাছে প্রযোজ্য নয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 116-117:

"তারা বলে, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।" তিনি মহান! বরং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। সকলেই তাঁর অনুগত। নভোমন্ডল ও পৃথিবীর প্রবর্তক। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন শুধু বলেন, "হও" এবং তা হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি আসমান ও যমীন এবং তাদের নির্মাণের প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে সে মহান আল্লাহর একত্বকে স্পষ্টভাবে চিনবে। যদি একজন নির্মাতা ছাড়া একটি সাধারণ বিল্ডিং সঠিকভাবে তৈরি করা যায় না, তাহলে কীভাবে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে নিখুঁত সিস্টেমগুলি যেমন জলচক্র, মহাসাগর এবং সমুদ্রের নিখুঁত ঘনত্ব, পৃথিবীর নিখুঁত ঘনত্ব, নিখুঁত দূরত্ব কীভাবে তৈরি করা যায়? সূর্য পৃথিবী থেকে এবং ভূমির নিখুঁত উচ্চতায় কোন স্রষ্টা ছাড়া নির্মিত হবে? উপরন্তু, যদি একাধিক ঈশ্বর থাকত তবে তা সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত

করবে, কারণ প্রতিটি ঈশ্বর ভিন্ন কিছু চান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

অতএব, আলোচ্য প্রধান আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে সামান্য প্রতিফলনই মহান আল্লাহ ব্যতীত সকলের দেবত্বকে অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট।

মহান আল্লাহ একাই মহানবী ঈসা (আঃ) সহ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে টিকিয়ে রেখেছেন, তাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন এবং তাদের কর্মের বিচার করার জন্য তাদের পুনরুত্থিত করবেন, সমস্ত একটি একক আদেশের মাধ্যমে। , হতে এবং এটা হয়.

উপসংহারে, প্রধান আয়াতগুলি প্রদর্শন করে যে কীভাবে এবং কেন পরিপূর্ণতার গুণাবলী একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। প্রথমত, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই একমাত্র মহান আল্লাহর। দ্বিতীয়ত, সবকিছুই তাঁর অধীনস্থ, অনিচ্ছায় বা স্বেচ্ছায়, অর্থ, কোনো কিছুই তাঁর কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। তৃতীয়ত, তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা ও পালনকর্তা। চতুর্থত, তাঁর সৃষ্টি শক্তি এতই প্রবল যে, তাঁর কোনো যন্ত্র বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। তিনি কেবল একটি জিনিস আদেশ করেন এবং তা ঘটে। এই চারটি গুণ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। যদি তাঁর সন্তান থাকে তবে তারা অন্তত এই গুণগুলির মধ্যে একটি তাঁর সাথে ভাগ করে নিত কিন্তু কোন প্রাণীই তাদের কোনটির অধিকারী হতে পারে না বা কখনও পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি যারা তাঁর প্রতি সন্তানের পরিচয় দিয়েছে তারাও এই সত্যে বিশ্বাস করেছিল। অতএব, তাদের নিজস্ব বিশ্বাস তাদের সন্তানসন্ততি সম্পর্কে তাদের দাবির বিরোধিতা করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 116-117:

“ …বরং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। সকলেই তাঁর অনুগত। নভোমন্ডল ও পৃথিবীর প্রবর্তক। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন শুধু বলেন, "হও" এবং তা হয়ে যায়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই আয়াতগুলো মুসলমানদের মনে করিয়ে দেয় যে, মহান আল্লাহ যেহেতু একাই সমগ্র সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, টিকিয়ে রেখেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন, যেহেতু কেউ তার আদেশ থেকে এড়াতে পারে না এবং তাই তারা তাদের পছন্দ করুক বা না করুক, তাই তাকেই মানতে হবে। . মনের শান্তির আবাস, আধ্যাত্মিক হৃদয় সহ সমস্ত কিছুর প্রবর্তক ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহকে অমান্য করে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করা যায় বলে বিশ্বাস করা বোকামি। যদি কেউ এই বাস্তবতাকে বাস্তবায়িত করে তবে তারা আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করবে, যার মধ্যে রয়েছে যে আশীর্বাদগুলি তাদের দেওয়া হয়েছে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা, যেমন পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অথচ যে ব্যক্তি এই বাস্তবতাকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হবে সে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে মহান আল্লাহর অবাধ্য হবে। এটি উভয় জগতে

চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে পরিচালিত করে, এমনকি যদি একজন সমগ্র বিশ্বের অধিকারী হয়, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা থেকে পালাতে পারে না। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400+ English Books / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
AudioBooks : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

Achieve Noble Character